নিউ ইয়র্কে আমেরিকা-ভারত-জাপান ত্রিপাক্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের উদ্বোধনী আলোচনা

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনের ৭০-তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের ফাঁকে ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং জাপানের বিদেশমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে আমেরিকা-ভারত-জাপানের ত্রিপাক্ষিক মন্ত্রি পর্যায়ের উদ্বোধনী আলোচনার আয়োজন করেন মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি। বিশ্বের মোট জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতার এক চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্বকারী এই তিনটি দেশ শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়নে অগ্রগতি এবং এক শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্তর্জাতিক নীতি মেনে চলার পক্ষে একে অন্যকে সমর্থন করার বিষয়টি তুলে ধরেন।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রাভিমুখতা বৃদ্ধির বিষয়টি তিন মন্ত্রী তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। বিশেষত দক্ষিণ চিন সাগর সন্নিহিত এলাকায় আন্তর্জাতিক আইন এবং বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান, নৌচালনা ও ওভারফ্লাইটের স্বাধীনতা এবং আইনগতভাবে নির্বিঘ্নে বাণিজ্য প্রসারণের গুরুত্ব সম্বন্ধে কথা বলেন তাঁরা। এশিয়া-প্যাসিফিক এলাকার বহুস্তরীয় রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত পরিকাঠামোয় আসিয়ানকেন্দ্রিকতার পক্ষে সমর্থনের উপর জোর দেন তাঁরা এবং ওই এলাকার মুখ্য রাজনৈতিক তথা নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলি আলোচনার জন্য প্রধান নেতাসুলভ ব্যক্তিদের ফোরাম হিসাবে পূর্ব এশিয়া সম্মেলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বৃহত্তরভাবে জোটবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে নৌ-নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে একযোগে কাজ করতে একমত হয়েছে তিন দেশ। ২০১৫ সালের 'মালাবার' অনুশীলনে জাপানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে আমেরিকা এবং ভারত। বিপর্যয় মোকাবিলায় তিন দেশের সামর্থ্য এবং স্বার্থের দিকটি চিহ্নিত করে তিন দেশই মানবিক সাহায্য এবং বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ, ত্রাণ বণ্টনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিশেষজ্ঞ স্তরে একটি সংগঠনের পৌরোহিত্য করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংযোগের প্রচারে সমষ্টিগত ক্ষমতাকে পুঁজি করার চেষ্টায় এই তিন মন্ত্রী একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সূচনা করেছেন যাতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-সহ আঞ্চলিক স্তরে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার সমষ্টিগত প্রচেষ্টাগুলিকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই তিন মন্ত্রী নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে তাঁদের অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করার প্রতি উৎসাহ দেখিয়েছেন।

এই তিন মন্ত্রীই উদ্বোধনী ত্রিপাক্ষিক মন্ত্রিপর্যায়ের এই আলোচনাকে পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মঞ্চ হিসাবে তুলে ধরাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে ফের বৈঠকে বসার বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

নিউ ইয়র্ক
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫